নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে রেখেছে পুলিশ

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থান নিয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে নেতাকর্মীদের একাংশ কার্যালয়ের সামনের সড়কে অবস্থান নিলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয় ও কার্যালয়কে ঘিরে রাখে।

অন্য দিনের চেয়ে নয়াপল্টন কার্যালয়ের সামনে পুলিশের আধ্যিক্য বেশি বলে জানিয়েছেন বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকালে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব উন নবী খান সোহেলের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে অবস্থান নেয়। তবে পুলিশি বাধায় তারা কার্যালয়ের ভেতরে চলে বাধ্য হন।

এরপর বিএনপি কার্যালয়ের প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে নেতাকর্মীরা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। আজ দুপুর ২টায় বিএনপির এ বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এ ধরনের কোনে কার্যক্রম রয়েছে বলে জানা নেই পুলিশের।

এ বিষয়ে নয়া পল্টনে দায়িত্বরত এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আজ বিএনপির কোনো প্রকার বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি রয়েছে বলে আমাদের জানানো হয়নি। সকালে সড়কে অবস্থান করে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটালে তাদের উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে শনিবার সকাল থেকেই বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ে হাবিব-উন-নবী খান সোহেল ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু, ঢাকা মহানগর বিএনপি নেতা এস এম জিলানী, ছাত্রদল নেতা আবদুস সাত্তার পাটোয়ারীকে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে অনেক দলীয় কর্মীরাও রয়েছেন।

পূর্ব-ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচির বিষয়ে বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী বলেন, আমরা বিক্ষোভ মিছিল করার জন্য

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারকে জানিয়েছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল, শনিবার ১০টার দিকে জানাবে। কিন্তু এখনো জানায়নি তারা।

উল্লেখ্য, খালেদা জিয়ার কারাবন্দির দুই বছর পূর্তিতে তার মুক্তি দাবিতে গত ১২ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে বিএনপি।

ওই সমাবেশ থেকে নতুন করে শনিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয়া হয়। ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীতে কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিক্ষোভ পালন করা হবে।

আজ বিকাল ৩টায় মিছিল শুরু হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হবে বলে সেদিন এক সংবাদ সম্মেলনে জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

ঢাবি সিনেট: শোভন ‘আউট’, সাদ্দাম ইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) সিনেটের সদস্য মনোনীত হলেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) সাদ্দাম হোসেন।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিক্যাল ২০(১) (এম) অনুয়ায়ী তাকে সিনেট সদস্য পদে এই মনোনয়ন দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে এ পদে ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন। গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি ও বাণিজ্যের অভিযোগে ছাত্রলীগের পদ থেকে অপসারণের পর তিনি সিনেট সদস্যের পদ থেকেও পদত্যাগ করেছিলেন। তাই ওই পদটি শূন্য থাকায় উপাচার্য সাদ্দাম হোসেনকে মনোনীত করেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ডাকসুতে সিনেট সদস্য পদ একটি শূন্য ছিল। ডাকসুর ভিপি-জিএস ও সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী এজিএস সাদ্দাম হোসেনকে সিনেট সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-গান গেয়ে নিজে কাঁদলেন, দর্শকদেরও কাঁদালেন এন্ড্রু কিশোর

ট্রাইব্যুনাল থেকে ব্যারিস্টার সুমনের পদত্যাগ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। বৃহস্পতিবার সকালে চিফ প্রসিকিউটর বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। পরে গণমাধ্যমকে তিনি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পদত্যাগপত্রে ব্যারিস্টার সুমন লিখেছেন, ‘২০১২ সালের ১৩ নভেম্বর আমি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হিসেবে যোগদান করি। যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন মামলা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করেছি।

ইদানিং বিভিন্ন সামাজিক স্বেচ্ছামূলক কাজে নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে যাওয়ার কারণে আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মতো রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সময় দিতে পারছি না।

এমতবস্থায় সরকারি কোষাগার থেকে বেতন নেওয়াকে আমি অনৈতিক বলে মনে

করি। এ কারণে আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করছি।’

তার আবেদনটি রিসিভ করেন চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. মাসুদ রানা। উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার সুমন আইন পেশার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্যও বেশ জনপ্রিয়। তিনি জনসচেতনতামূলক ভিডিও ও ফেসবুক লাইভ করে আলোচনায় আসেন।

সুত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

আরো পড়ুন-বামন্দী বাজারের গিয়াস স্টিল কারখানা এখন ইভটিজারের আস্তানা

গোলাপে আর ভালোবাসা নেই

গোলাপ চাষের জন্য নাম আছে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর। প্রতিবছর বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে ব্যস্ততা বাড়ে এই এলাকার গোলাপচাষি ও ব্যবসায়ীদের। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোগান দেওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে চাষিদের পক্ষে। তবে এ বছর চিত্রটা উল্টো। গত বছরের অর্ধেক গোলাপেরও বিক্রির আদেশ পাননি চাষিরা। সারা বছর যে ভালোবাসা দিবসের অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা, এবার সেই দিনটিও তাঁদের নিরাশ করেছে। চাষিরা বলছেন, প্রায় আসলের মতো দেখতে কৃত্রিম গোলাপে বাজার ছেয়ে গেছে। এ কারণে আসল গোলাপের বিক্রি কমে গেছে।

হাটহাজারীর ফুল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রধানত চট্টগ্রাম শহরের ফুলের চাহিদাকে কেন্দ্র করে ১৯৮২ সাল থেকে উপজেলায় গোলাপের ব্যবসা শুরু হয়। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলাপের চাষ ও চাষির সংখ্যাও বেড়েছে। এখন উপজেলার প্রায় এক শ একর জমিতে গোলাপ চাষ হচ্ছে। গোলাপ চাষে জড়িত আছেন ৪০ জন চাষি।

হাটহাজারী পৌরসভার আলমপুর গ্রামের গোলাপচাষি মোহাম্মদ আবছার বলেন, ‘গত বছর এই সময় ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে আমি একাই ৬০ হাজার গোলাপের বিক্রি আদেশ (অর্ডার) পেয়েছি। কিন্তু এবার তার

অর্ধেকও পাইনি। ছয়-সাত টাকার গোলাপ এবার বিক্রি করছেন পাঁচ টাকা দামে।’

মোহাম্মদ আবছার আরও বলেন, তাঁর বাগানে ৫০ হাজার গোলাপ গাছ আছে। মৌসুমে দৈনিক ১৬ থেকে ১৮ হাজার ফুল পাওয়া যায়। গত চার বছর প্লাস্টিক ও কৃত্রিম ফুল বাজার দখল করে নিচ্ছে। এতে গোলাপের চাহিদা দিন দিন কমছে।

গতকাল বুধবার সকাল আটটার দিকে পৌরসভার আলমপুর গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, ফুলচাষিরা কেউ ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত, কেউ বাগান পরিচর্যার কাজ করছেন। এ সময় চাষি মোহাম্মদ রাশেদ বলেন, খালে পানি না থাকায় বাগানে সেচ দিতে পারেননি। সে কারণে বাগানে পোকা ধরেছে। পাশাপাশি কমে গেছে গোলাপের বিক্রি।

হাটহাজারী উপজেলা ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আবুল খায়ের গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, উপজেলায় ৪০ জন ব্যক্তি বাণিজ্যিকভাবে গোলাপ ফুল চাষের সঙ্গে জড়িত। গোলাপের অনেক জাত থাকলেও তাজমহল, প্যারাডাইসসহ বেশ কয়েকটি জাতের চাষ হয়। গত চার বছর এই ব্যবসার মন্দা চলছে।

হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহেদ গতকাল বলেন, উপজেলায় এক শ একর জমিতে গোলাপ চাষ হচ্ছে। এখানে বাণিজ্যিকভাবে গোলাপ চাষ শুরু হয় ১৯৮২ সাল থেকে। সবচেয়ে বেশি গোলাপ চাষ হয় পৌরসভার আলমপুর গ্রামে।

তিনি আরও বলেন, বছরে এই উপজেলায় গোলাপ ফুল বিক্রি হয় ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। খুচরা বাজারে এর দাম কয়েকগুণ। প্লাস্টিক ও কাপড়ের ফুল বের হওয়ায় গোলাপচাষিরা সমস্যায় পড়েছেন।

সুত্র-প্রথম আলো

আরো পড়ুন-করোনাভাইরাসের রুদ্রমূর্তি: ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ গেল ২৪২ জনের

মেহেরপুরকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মেহেরপুরকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বুধবার সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসক হলরুমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এ ঘোষণা দেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলীসহ সরকারী দপ্তরের প্রধান ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

এ সময় ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জোট সরকারের আমলে বিদ্যুত ঘাটতি নয় উৎপাদনেও ভাটা পড়েছিলো। সেই জায়গা থেকে দেশে এখন বিদ্যুত উদ্বৃত্ত। ফলে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। শেখ কামাল আইটি ফার্ম উদ্বোধনের ফলে বেকারদের কর্মসংস্তানের সুযোগ হয়েছে।

দেশে তৈরি হবে দক্ষ জনবল। তিনি আরোও বলেন, আজ সাতটি জেলায় আর মুজিববর্ষেই দেশের সকল ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলবে।

আরো পড়ুন – ২৩ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ ৫ প্রকল্পের উদ্বোধন

২৩ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ ৫ প্রকল্পের উদ্বোধন

দেশের ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ পাঁচটি বড় প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে-রাজশাহীতে নির্মিত ‘শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার’, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, শতভাগ বিদ্যুতায়িত ৭টি জেলা, ১টি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এবং ১৮টি জেলার ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের উদ্বোধনের পর সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহীতে নির্মিত ‘শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার’, এর ওপর একটি ভিডিওচিত্র পরিবেশন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এ এন এম জিয়াউল আলম।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন – ১০ হাজার টাকার নিচে ভিভো স্মার্টফোন ওয়াই৯১সি-২০২০

প্রতিমন্ত্রীকে পুনরায় কটুক্তি করা হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে- যুবলীগ নেতা মৃদুল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে জেলা যুবলীগের একাংশ। পুনরায় কটূক্তি মূলক বক্তব্য দেওয়া হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার হুশিয়ারি দেয় নেতারা।

সোমবার বিকালে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা করা হয়।

সভায় সরফরাজ হোসেন মৃদুল বলেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে বর্ধিত সভার নামে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নামে যে ধরনের কটূক্তি করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক।

অবিলম্বে এই ধরনের বক্তব্য যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেবো। ফরহাদ হোসেন একজন সচ্ছ রাজনীতিবিদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের যোগ্যতায় প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা মেহেরপুরবাসি সবাই জানি ছহিউদ্দিন পরিবারের সন্তানরা কেমন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয় তাহলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু বলেন, আওয়াশীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যদি ছহিউদ্দিন না হয় তবে কে? মেহেরপুরে যদি একটি পরিবার সচ্ছ আওয়ামীলীগের রাজনীতি করে সেটি হলো ছহিউদ্দিন পরিবার।

আমরা যুবলীগ সবসময় সচ্ছ রাজনীতির সাথে আছি, ফরহাদ হোসেনের সাথে আছি।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোসারফ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার চারটি যুবলীগের ইউনিট প্রতিমন্ত্রীর সাথে আছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আওয়ামীলীগের নেতা বলতে পারেনা। তাদের উচিৎ এই মূহর্তে ফরহাদ হোসেনের কাছে মাফ চাওয়া।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সদর উপজেলা যুলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, যুবলীগর নেতা একে আজাদ সাগর, বারিকুল ইসলাম লিজন সহ আরও অনেকে। যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মিরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহন করে।

উল্লেখ, গত ৫ ফেব্রুরায়ি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রীকে বিষদগার করে বক্তব্য দেন নেতারা।

মেপ্র/ইএম

করোনাভাইরাস: দেশে বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার তথ্যে গরমিল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) করোনাভাইরাসের ঝুঁকি এড়াতে নতুন কন্ট্রোল রুম খুলেছে গত ২১ জানুয়ারি। এই কন্ট্রোল রুম থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পুরোনো হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দূরত্ব ২০০ গজের কম। কিন্তু বিমানবন্দর দিয়ে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে দুই কন্ট্রোল রুম দুই রকম তথ্য দিচ্ছে।

এদিকে সিঙ্গাপুরে একজন বাংলাদেশি নাগরিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে সেখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশন জানিয়েছে। তাঁকে সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজ বা এনসিআইডিতে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে।

গত ডিসেম্বরে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে চীনে। গত শনিবার এই ভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেছেন ৮৯ জন। মৃত্যুর সংখ্যার বিবেচনায় এটি ছিল চীনের সবচেয়ে প্রাণঘাতী দিন। এ নিয়ে দেশটিতে ৮১১ জনের মৃত্যু হলো।

২০০২-০৩ সালে চীনে মহামারি আকারে দেখা দেওয়া সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সার্সে ৭৭৪ জন মারা গিয়েছিল। গত শনিবার এই সংখ্যাও ছাড়িয়ে যায় নতুন করোনাভাইরাসে মৃত্যুর ঘটনা। ভাইরাসটি ইতিমধ্যে চীনের বাইরে ২৮টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়েছে।

সরকারের দুই দপ্তরের তথ্যে গরমিল
নতুন করোনাভাইরাস নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের নাগরিকেরাও উদ্বিগ্ন। সরকারের দুই কন্ট্রোল রুম থেকে দুই রকম তথ্য পাওয়ার পর এখন প্রশ্ন উঠেছে, বিমান, স্থল ও নৌবন্দরে বিদেশ থেকে আসা সব যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঠিকমতো হচ্ছে তো?

বিমান, স্থল ও নৌবন্দরে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে প্রথম আলো একাধিকবার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আমাদের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বন্দর ঘুরে দেখেছেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা যথাযথভাবে হচ্ছে না, সমন্বয়হীনতা রয়েছে। এখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুই দপ্তরের তথ্যের মধ্যেও গরমিল দেখা গেল।

সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি আক্রান্ত। চীনে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে
৮১১। ২০০২-০৩ সালে সার্সে ৭৭৪ জন মারা গিয়েছিল।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম দেশের সব ধরনের বন্দর এবং আইইডিসিআর ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য নেয়।

হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে গতকাল রোববার বিকেল ৪টা ৪১টি মিনিটে পাওয়া ই-মেইলে দেখা যায়, ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল ৮ থেকে রোববার সকাল ৮টা) তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২৮টি স্থলবন্দর ও দুটি সমুদ্রবন্দর দিয়ে মোট ১৬ হাজার ২৩ জন যাত্রী বাংলাদেশে এসেছে। এর মধ্যে ৮ হাজার ২১০ জন এসেছে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে। তাঁদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে।

অন্যদিকে আইইডিসিআরের কন্ট্রোল রুম বলছে, ২৪ ঘণ্টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ৯ হাজার ৬৭৬ জন যাত্রী বাংলাদেশে এসেছে। তাঁদের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। তবে দুই কন্ট্রোল রুমের যাত্রীর সংখ্যার পার্থক্য ১ হাজার ৪৬৬ জন।

ওই একই সময়ে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর দিয়ে ১০৮ যাত্রী বাংলাদেশে ঢুকেছেন বলে তথ্য দিয়েছে হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম। আইইডিসিআরের অবশ্য এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। দুটি বন্দরেই নির্দিষ্ট স্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। তবে বন্দরসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, যাত্রীরা নৌকা বা ইঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়ে তাঁদের সুবিধামতো স্থানে নামেন। সুতরাং সমুদ্রবন্দরে আসা সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে না।

হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য বলছে, এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসের লক্ষণযুক্ত একজন যাত্রী হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনাক্ত হয়েছে। এ রকম কোনো তথ্য আইইডিসিআরের ই-মেইলে নেই।

এ ব্যাপারে চেষ্টা করেও আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম আলমগীর গতকাল সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ রকম কেন হলো, তা আগামীকাল (আজ সোমবার) বলা সম্ভব হবে।’

তথ্যের গরমিল নিয়ে জানতে হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বশীল কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে গতকাল দুপুরে আইইডিসিআরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মীরজাদী সেব্রিনা বলেছিলেন, আগে শুধু চীন থেকে আসা উড়োজাহাজের যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছিল। গত তিন দিনে বিমানবন্দরে আসা সব দেশের উড়োজাহাজের যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে উদ্ধৃত করে মীরজাদী সেব্রিনা গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, চীনে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল। তবে তুলনামূলকভাবে সিঙ্গাপুরের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। সিঙ্গাপুর ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করা হবে কি না, তা গভীরভাবে ভাবছে বাংলাদেশ।

এক প্রশ্নের জবাবে মীরজাদী সেব্রিনা বলেন, বাংলাদেশ সবকিছু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী করছে। দেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত করার প্রযুক্তি আছে। দেশে কোনো ব্যক্তি শনাক্ত হলেও তা পরীক্ষার ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত ল্যাবরেটরিতে নমুনা পাঠানো হবে। তিনি বলেন, ‘ব্যক্তির নাম, পরিচয় প্রকাশ পেলে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।’

এদিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চীনফেরত শিক্ষার্থীর শরীরে প্রাথমিকভাবে করোনাভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ পায়নি চিকিৎসা বোর্ড। গতকাল ১২ সদস্যবিশিষ্ট গঠিত চিকিৎসা বোর্ডের প্রধান ও মেডিসিন বিভাগের প্রধান দেবেন্দ্র নাথ সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে চীনফেরত ওই শিক্ষার্থীকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত শনিবার দুপুরে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পরপরই তাঁকে মেডিকেলের করোনা ইউনিটের আইসোলেশন ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, রংপুর মেডিকেলে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ওই শিক্ষার্থীর রক্ত, মুখের লালা, ঘামের নমুনা ঢাকায় আইইডিসিআরেগত শনিবারই পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে মেডিকেলের আইসোলেশন ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

সিঙ্গাপুরে একজন বাংলাদেশি আক্রান্ত
সিঙ্গাপুরে তিনজন নতুন করে করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের এবং অন্য দুজন সিঙ্গাপুরের নাগরিক। তাঁদের কারও সম্প্রতি চীন সফরের অভিজ্ঞতা নেই। সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দ্য স্ট্রেইট টাইমস গতকাল এ খবর জানিয়েছে। এ নিয়ে সিঙ্গাপুরে মোট ৪৩ জন আক্রান্ত হলেন।

সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের এক নাগরিকের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এক কর্মীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আমাদের জানিয়েছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কারণে ৩৯ বছর বয়সী ওই বাংলাদেশির পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। আশা করছি, সোমবারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব। এ মুহূর্তে ওই বাংলাদেশিকে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিস বা এনসিআইডিতে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় যা যা করার, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা করা হবে।’

দ্য স্ট্রেইট টাইমস–এর খবরে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের লক্ষণ বুঝতে পেরে বাংলাদেশের ওই কর্মী ৩ ফেব্রুয়ারি সাধারণ একটি ক্লিনিকে যান। ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান চেঙ্গি জেনারেল হাসপাতালে। ৮ ফেব্রুয়ারি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের বিষয়টি চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন। পরে তাঁকে এনসিআইডিতে পাঠানো হয়।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-করোনাভাইরাসে একদিনে মারা গেলেন ৯৭ জন

ফাঁকা বাসায় ঢুকে ২ বান্ধবীকে দলবেঁধে নিপীড়ন

রাজধানীর কদমতলীতে নোয়াখালীপট্টি এলাকায় বাসায় ঢুকে দুই কিশোরীকে দলবেঁধে গণনিপীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার রাত ১০টা থেকে রোববার ভোর ৫টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রোববার রাতে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে কদমতলী থানা পুলিশ।

ধর্ষণের শিকার দুই কিশোরীর বয়স ১৬ ও ১৪ বছর। তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার তিনজন হচ্ছে- রানা ব্যাপারী (৩২), সোহেল ব্যাপারী (৩৮) ও আক্তার আলী (৩৮)।

অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে কদমতলী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জামালউদ্দিন নীর যুগান্তরকে বলেন, ধর্ষণের শিকার দুই কিশোরী বান্ধবী। তারা ওই বাসায় সেদিন একা ছিলেন।

কদমতলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল হক বলেন, ১৬ বছর বয়সী কিশোরীর মা–বাবা তাকে বাসায় রেখে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। ওই দিনই ওই কিশোরীর বাসায় বেড়াতে আসে তার বান্ধবী ১৪ বছর বয়সী অপর কিশোরী। বাসা ফাঁকা পেয়ে শনিবার রাতে রানা, সোহেল ও আক্তার বাসায় ঢুকে। পরে দুই কিশোরীকে জোরপূর্বক হাত-পা-মুখ বেঁধে ধর্ষণ করে।

দুই কিশোরী পর দিন সকালে কদমতলী থানায় মামলা করে। পুলিশ রাতে অভিযান চালিয়ে কদমতলী এলাকা থেকে তিন আসামিকে গ্রেফতার করে।

আসামিদের আজ আদালতে হাজির করা হবে।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-চালু হচ্ছে ডাক্তারপাড়া ডট কম নামের ই-সেবা পোর্টাল

সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

সিঙ্গাপুরে তিনজন নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের এবং অন্য দুজন সিঙ্গাপুরের নাগরিক। করোনাভাইরাস–আক্রান্ত তিনজনের কারও সম্প্রতি চীন সফরের অভিজ্ঞতা নেই।

সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দ্য স্ট্রেইট টাইমস আজ রোববার এ খবর জানিয়েছে।

সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের এক নাগরিকের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি করেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এক কর্মীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। নিরাপত্তার খাতিরে ৩৯ বছরের ওই বাংলাদেশির পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। আশা করছি, সোমবারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ মুহূর্তে ভাইরাস–আক্রান্ত ওই বাংলাদেশিকে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিস বা এনসিআইসিডিতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের সবশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় যা যা করার, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা করা হবে।’

দ্য স্ট্রেইট টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ভাইরাসের লক্ষণ বুঝতে পেরে বাংলাদেশের ওই কর্মী ৩ ফেব্রুয়ারি সাধারণ একটি ক্লিনিকে যান। ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান চেঙ্গি জেনারেল হাসপাতালে। ৮ ফেব্রুয়ারি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে করোনাভাইরাসে তাঁর আক্রান্তের বিষয়টি চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন। পরে তাঁকে এনসিআইসিডিতে পাঠানো হয়।

সূত্র: প্রথমআলো